তত্ত্বসংকলন ও তত্ত্বপরিণাম (বিবর্তনবাদ)

বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন। এই প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত। বৌদ্ধ দর্শনে প্রতিপাদ্য বিষয়কে বলা হয় 'ধাতু'। ন্যায়-

বৈশেষিক দর্শনে বলা হয় 'পদার্থ'। সাংখ্য দর্শনে আবার প্রতিপাদ্য বিষয় 'তত্ত্ব' নামে অভিহিত। ধাতু, পদার্থ বা তত্ত্ব জগতের মৌলিক উপাদান বলে বিবেচিত হয়। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ তৃতীয় কারিকায় সাংখ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত
ষোড়শকস্তু বিকারো না প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ॥"

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল ঃ (১) পুরুষ, (২) প্রকৃতি, (৩) মহৎ বা বুদ্ধি, (৪) অহংকার, (৫) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, (৬) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, (৭) মন, (৮) পঞ্চতন্মাত্র ও (৯) পঞ্চমহাভূত।

সাংখ্য বর্ণিত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে উৎপত্তিক্রমে নিম্নোক্তরূপে দেখানো যেতে পারে ঃ

(১) পুরুষ (নিত্য), (২) প্রকৃতি (নিত্য), (৩) মহৎ (বুদ্ধি), (৪) অহংকার

(৫-৯)	(১০-১৪)	(১৫)	(১৬-২০)	(২১-২৫)
পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়,	পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়,	মন,	পঞ্চতন্মাত্র,	পঞ্চমহাভূত
(ক) বাক্	(ক) চক্ষু		(ক) শব্দ	(ক) ক্ষিতি
(খ) পানি	(খ) কর্ণ		(খ) স্পর্শ	(খ) অপ্
(গ) পাদ	(গ) নাসিকা		(গ) রূপ	(গ) তেজ
(ঘ) পায়ু	(ঘ) জিহ্বা		(ঘ) রস	(ঘ) মরুৎ
(ঙ) উপস্থ	(ঙ) ত্বক্		(ঙ) গন্ধ	(ঙ) ব্যোম্।

সাংখ্য দর্শনে দিক্ ও কালকে পৃথক তত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়নি। সাংখ্যমতে দিক্ ও কাল অন্যতম মহাভূত আকাশতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রকৃতি থেকে মন পর্যন্ত তত্ত্বসমূহকে সাংখ্য দর্শনে **প্রত্যয় সর্গ** বা **বুদ্ধি সর্গ** বলা হয়। অপরদিকে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতকে **ভৌতিক সর্গ** বলা হয়। উক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে বৈলক্ষণ্যবোধক পরস্পর অসমানাধিকরণ ধর্মের মাধ্যমে প্রধান চারটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এই চারটি বিভাগ হ'ল ঃ (১) **কেবল প্রকৃতি** (কেবল কারণ), (২) **প্রকৃতি-বিকৃতি** (কারণ ও কার্য), (৩) **কেবল বিকৃতি** (কেবল কার্য) ও (৪) **অনুভয়রূপ** (কারণও নয়, কার্যও নয়)। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কোন তত্ত্ব কেবল কারণরূপ প্রকৃতি, কোন কোন তত্ত্ব কেবল কার্যরূপ বিকৃতি, কোন কোন তত্ত্ব কারণ ও কার্য উভয়ই, আবার কোন একটি তত্ত্ব কার্যও নয় এবং কারণও নয়।

প্রত্যয় সর্গ ও ভৌতিক সর্গ

কেবল প্রকৃতি ঃ মূল প্রকৃতি হ'ল কেবল প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি কোনকিছুর কার্য নয়, তা কেবল কারণরূপ **প্রধান** ব'লে বিবেচিত। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা বলে প্রকৃতি **ত্রিগুণাত্মিকা**। আবার সকল কার্যই যেহেতু প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, সেহেতু প্রকৃতিকে অব্যক্তও বলা হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি উৎপত্তিহীন চরম কারণ। প্রকৃতির কারণান্তর স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। এই অনবস্থা দোষাবহ ও পরিহারযোগ্য। সেহেতু প্রকৃতিকে অকারণ ও সকল কার্যের আদি কারণ বীজস্বরূপ বলা হয়।

কেবল প্রকৃতি

প্রকৃতি-বিকৃতি ঃ মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ এগুলি কারণও বটে, আবার কার্যও বটে। প্রধান থেকে মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহৎতত্ত্ব থেকে অহংকারের উৎপত্তি হয়, অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয় এবং পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, মহৎতত্ত্ব প্রধানের কার্য হয়েও অহংকারের উপাদান কারণ। অহংকার মহৎতত্ত্বের কার্য হয়েও পঞ্চতন্মাত্রের উপাদান কারণ, পঞ্চতন্মাত্র অহংকারের কার্য হয়েও পঞ্চমহাভূতের উপাদান কারণ। এই কারণে মহদাদি সপ্ততত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি বলে পরিচিত।

প্রকৃতি-বিকৃতি

কেবল বিকৃতি ঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোলটি তত্ত্ব কেবল বিকৃতি বা কার্য। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্—এই পাঁচটি হ'ল পঞ্চমহাভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি হ'ল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি হ'ল পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়। মন হ'ল উভয়-ইন্দ্রিয়। মোট এই ষোলটি তত্ত্ব পদার্থান্তরের উপাদান কারণ হয় না, এইজন্য এগুলিকে কেবল কার্য বা বিকৃতি বলা হয়েছে।

কেবল বিকৃতি

মূল পৃথিব্যাদি পঞ্চভূততত্ত্বের ঘটাদি (ঘট, বৃক্ষ, অশ্ব, গরু প্রভৃতি) বিকার লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, বৃক্ষ থেকে বীজ, বীজ থেকে অঙ্কুর, গরু থেকে দুধ, দুধ থেকে দই প্রভৃতি বিকার সততই দৃষ্ট হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গো, দুগ্ধ, বীজ প্রভৃতি স্থূল ভূতপদার্থ সাংখ্যমতে পৃথক তত্ত্বরূপে গৃহীত হয়নি, এই সকল স্থূল বিকৃত পদার্থ স্থূল পৃথিব্যাদিতত্ত্বান্তর নয়। পৃথিব্যাদিতে যেরূপ স্থূলত্ব বর্তমান, গো-বৃক্ষাদিতে সেরূপ স্থূলত্ব বর্তমান। যেহেতু গো বৃক্ষাদিতে পৃথক ধর্মের অভাব আছে, সেহেতু গো বৃক্ষাদিকে পৃথক তত্ত্ব বলে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। গো-বৃক্ষাদি পৃথক তত্ত্ব না হওয়ায় স্থূল পৃথিব্যাদি কারণ বা প্রকৃতি হতে পারে না। যা তত্ত্বান্তরের উপাদান নয়, তাকে প্রকৃতি বলা যায় না। স্থূল পৃথিব্যাদি যেমন কার্য, গো, বৃক্ষাদিও সেরূপ কার্য। এই কারণে ষোড়শ পদার্থকে কেবল বিকৃতি বা কার্য বলা হয়েছে।

অনুভয়রূপ ঃ যা প্রকৃতিও নয়, আবার বিকৃতিও নয়, তাই পুরুষতত্ত্ব। যেহেতু পুরুষ কারও কার্য বা কারণ হয় না, সেহেতু পুরুষকে অনুভয়রূপ বলা হয়েছে। পুরুষ ব্যতীত সাংখ্যসম্মত ২৪টি তত্ত্ব সবিকার ও সক্রিয় তত্ত্ব। একমাত্র পুরুষই নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব।

পুরুষ অনুভয়

সাংখ্যমতে উপরিউক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব মূলত দ্বিবিধ তত্ত্বান্তর্গত। এই দ্বিবিধ তত্ত্বের একটি হ'ল প্রকৃতি এবং অপরটি হ'ল পুরুষ। এই কারণে সাংখ্য দর্শনকে বলা হয় **দ্বৈতবাদী**। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় তত্ত্বই অকারণ, অলিঙ্গ এবং নিত্য। প্রকৃতি হ'ল বিষয় এবং পুরুষ বিষয়ী। পরিণামী প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের নেপথ্যে পুরুষ হ'ল এক অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় সত্তা। পুরুষ প্রকৃতির পরিপূরক। তাই সাংখ্য দর্শনে পুরুষকে নেতিবাচকভাবে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতিতে যার অভাব, তাই পুরুষে বর্তমান। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণও প্রকৃতির বিরুদ্ধরূপে পুরুষকে বর্ণনা করেছেন। সাংখ্য দর্শন দ্বৈতবাদী ও বস্তুবাদী। এইমতে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যেমন সত্য, তেমনি জড় প্রকৃতিও সত্য। উভয়ই পরিণামশীল জড়জগতের মূল ও আদি কারণ। এককভাবে উভয়ই জগৎ সৃষ্টিতে অসমর্থ। সাংখ্যমতে পুরুষের সংস্পর্শে প্রকৃতির যে পরিণাম ঘটে, তাই জগৎ। আবার প্রলয়কালে এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতেই লীন হয়ে যায়।

সাংখ্য দর্শন বস্তুবাদী। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই সত্য

প্রকৃতি তত্ত্ব

সৎকার্যবাদী সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকেই জগতের আদি উপাদান ও অধিষ্ঠান বলে মনে করেন। বস্তুতঃপক্ষে এই মতে বিচিত্র জগৎ প্রকৃতির পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতের আদি কারণ কোন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ বা জড় পরমাণু নয়। পুরুষ জগতের আদি কারণ হতে পারে না। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য জড় জগতের কারণ হতে পারে না। আবার অপরিণামী জড় পরমাণু থেকে মন, বুদ্ধি বা অহংকারের মত সূক্ষ্ম তত্ত্ব উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং পরমাণু জগতের আদি কারণ নয়। জগতের আদি কারণ হ'ল পরমাণু থেকে সূক্ষ্মতর এক পরিণামশীল জড়তত্ত্ব। এই পরিণামশীল জড়তত্ত্বই প্রকৃতি, প্রধান বা অব্যক্তরূপে পরিচিত। সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিত্য। এই নিত্য প্রকৃতির অভিব্যক্তিই জগৎ। কারণ-প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত থাকে বলে প্রকৃতিকে **অব্যক্ত** বলা হয়। প্রকৃতি হ'ল নির্বিশেষ ও নিরবয়ব। এজন্য প্রকৃতি প্রত্যক্ষগোচর নয়। প্রকৃতি হ'ল এক সর্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অসীম ও জগতের আদিকারণরূপ জড়শক্তি। প্রকৃতিতে জগতের স্থিতি ও লয়। কারণরূপ প্রকৃতি অব্যক্ত ও প্রধান।

প্রকৃতিকে অব্যক্ত ও প্রধান বলা হয়